দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 JUL 1993
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৮

19

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সময় বর্ধিতকরণে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল এখনো প্রকাশিত হয় নাই। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির সুযোগ পাইবে তাহারা ভাগ্যবান। কিন্তু যে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ মিলিবে না তাহারা আজ কলেজসমূহেও ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত। কারণ ১৫ই জুন হইতে সকল কলেজে রেজিষ্ট্রেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত এই ছাত্র-ছাত্রীদের রাস্তায় নামার সুযোগ করিয়া দেওয়ার কী কারণ থাকিতে পারে আমার বোধগম্য নয়। গৃহীত এই ব্যবস্থা কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতার অভাব নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার প্রয়াস ? কলেজসমূহে রেজিষ্ট্রেশনের সময় বর্ধিত করার জন্য বিগত ১৮/৭/৯৩ তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে সরাসরি আবেদন করিলে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। বিশেষ চিন্তার বিষয় এই যে, যে সকল ছাত্র-ছাত্রী অনার্স পড়িতে আগ্রহী পরবর্তী বছরে ভর্তি হইলে তাহাদের ৫০ নম্বর কর্তিত হইবে। ফলে, তাহারা আগামী বছর ভর্তির যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিবে। এই পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন এ বিষয়টিকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করিয়া ইহার সমাধানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত কলেজসমূহে ভর্তির সময়সীমা অন্ততঃ ৩০শে আগষ্ট পর্যন্ত বর্ধিত করেন।

—মোঃ আলতাফ হোসেন; শান্তিবাগ, ঢাকা।